॥ শ্রীমদ্ভগবদগীতা শুদ্ধ উচ্চারণ মার্গদর্শিকা - স্তর 3॥

বিশিষ্ট স্তর এবং তার মাত্রা -

- 'ঋ' এবং ৠ এইগুলি সংস্কৃতের এমন বর্ণ যাদের উচ্চারণ শুনে ব্যঞ্জন বর্ণের মত মনে হয় কিন্তু বাস্তবে সেগুলো ব্যঞ্জন বর্ণ নয়। এদের মাত্রা যথাক্রমে ৃ এবং ৄ। এর প্রথমটি হ্রস্ব এবং দ্বিতীয়টি দীর্ঘ স্বর।

বর্ণের সংযোগে র-এর স্থানানুসারে মাত্রা -

- র্ বর্ণের সাথে যে কোনো বর্ণের দুই প্রকারের সংযোগ হয়। সংযোগে যদি র্ প্রথম বর্ণ হয় তাহলে সেটি অক্ষরের উপর এইভাবে লেখা হয় (র্ম) - যেমন কর্ম। এবং যদি দ্বিতীয় বর্ণ হয় তবে অক্ষরের নীচে (শ্র) এই ভাবে লেখা হয়। যেমন শ্রম।

যুক্তাক্ষর লেখার এবং পড়ার নিয়ম

দেবনাগরী লিপিতে যুক্তাক্ষর দুই ভাবে লেখা হয়।

- প্রথম পদ্ধতি 'একের নিচে দ্বিতীয়' - প্রথম ব্যঞ্জন ওপরে লিখে এবং তারপর তার নীচে দ্বিতীয় ব্যঞ্জন কে জুড়ে দেওয়া হয় । যেমন - উদ্ভব
- দ্বিতীয় পদ্ধতি তে ব্যঞ্জন বর্ণ ক্রমানুসারে যেমন আছে তেমন ভাবেই লেখা হয়ে থাকে। এই দুই পদ্ধতিতেই যে বর্ণ প্রথমে আছে তাকে প্রথমে উচ্চারণ করে, ক্রমশঃ শেষ বর্ণের উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- উদ্ ভব

গীতা পরিবারের সাহিত্যের অন্য কোনো জায়গায় কোনো রকম উপযোগ করার পূর্বে অনুমতি নেওয়া অত্যাবশ্যক।

সন্ধির নিয়ম

দুটি বর্ণ একত্রিত হয়ে সন্ধি হয়। যদি একত্রে দুটি স্বরবর্ণ থাকে তাহলে তাকে স্বরসন্ধি ও যদি দুটি ব্যঞ্জন বর্ণ থাকে তাহলে তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। অনুস্বার থাকলে অনুস্বার সন্ধি এবং বিসর্গ থাকলে বিসর্গ সন্ধি হয়। সন্ধি হওয়ার পর একত্রিত বর্ণের কোন একটি বা কখনও কখনও দুটি বর্ণেরই পরিবর্তন হতে পারে। এই সকল পরিবর্তন কি এবং কিভাবে হয় তা আমরা নিচে বিস্তারিত ভাবে জানব।

স্বর সন্ধি বা অচ্ সন্ধি –

স্বরসন্ধি দুটি স্বরধ্বনির মধ্যে হয়। এতে স্বরের পরিবর্তন হওয়ার কারণে একে স্বরসন্ধি বলা হয়। এর একাধিক নিয়ম/প্রকার আছে -

1. দীর্ঘ সন্ধি – অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ

একই স্বরবর্ণ (স্বজাতীয় স্বর) পরপর থাকলে তাদের স্থানে দীর্ঘায়িত স্বরধ্বনি আসে।

একত্রে আসা দুই স্বর		পরিবর্তিত দীর্ঘ স্বর	উদাহরণ
অ/আ	অ/আ	আ	ভয়্+অ+অভয়ে =ভয়াভয়ে (18/30)
ই/ঈ	ই/ঈ	ঈ	ভ্রমত্+ই+ইব= ভ্রমতীব(1/30)
উ/ঊ	উ/ঊ	ঊ	তেষ্+উ+উপজায়তে=তেষূপজায়তে (2/62)
ঋ/ৠ	ঋ/ৠ	ৠ	পিত্+ঋ+ঋণম্= পিতৃণম্ গীতাতে এই সন্ধি প্রয়োগ হয়নি।

2. গুণ সন্ধি – আদগুণঃ

সন্ধির প্রথম বর্ণ যদি অ বা আ হয় আর দ্বিতীয় বর্ণ যদি ই/ঈ, উ/ঊ, ঋ/ৠ বা ঌ - এর মধ্যে যে কোন একটা হ্রস্ব বা দীর্ঘ স্বর হয় তাহলে দুটি বর্ণই পরিবর্তিত হয়ে যথাক্রমে এ, ও, অর্ বা অল্ হবে।

একত্রে আসা দুই স্বর		পরিবর্তিত গুণ সন্ধি	উদাহরণ
অ/আ	ই/ঈ	এ	বিগত্+অ+ইচ্ছা =বিগতেচ্ছা (5/28)
	উ/ঊ	ও	পুর্+আ+উবাচ=পুরোবাচ (3/10)
	ঋ/ৠ	অর্	মহ্+আ+ঋষিণাম্ = মহর্ষিণাম্ (10/2)
	ঌ	অল্	তব্+অ+ঌকারঃ = তবল্কারঃ গীতাতে এই সন্ধি প্রয়োগ হয়নি।

গীতা পরিবারের সাহিত্যের অন্য কোনো জায়গায় কোনো রকম উপযোগ করার পূর্বে অনুমতি নেওয়া অত্যাবশ্যক।

3. য়ণ্ সন্ধি – ইকোঽয়ণচি

সন্ধি হওয়া বর্ণের মধ্যে যদি প্রথম বর্ণ ই/ঈ, উ/ঊ, ঋ/ৠ বা ঌ হয় আর দ্বিতীয় বর্ণ যে কোন বিজাতীয় স্বর হয় তাহলে পূর্বস্বরের স্থানে যথাক্রমে 'য়', 'ব', 'র', 'ল্' রূপে পরিবর্তিত হয়ে দ্বিতীয় বর্ণের সাথে যুক্ত হয়।

প্রথম বর্ণ	দ্বিতীয় বর্ণ	পূর্বস্বরের স্থানে পরিবর্তিত য়ণ্ সন্ধি	উদাহরণ
ই / ঈ	অন্য যে কোন স্বর	য়	কর্মণ্+ই+এব = কর্মণ্যেব (2/47)
উ / ঊ		ব	ত্+উ+এবাহম্ = ত্বেবাহম্(2/12)
ঋ / ৠ		র	জাগ্+ঋ+অতি = জাগ্রতি (2/69)
ঌ		ল্	ঌ + আকৃতিঃ = লাকৃতিঃ গীতাতে এই সন্ধি প্রয়োগ হয়নি।

4. বৃদ্ধি সন্ধি – বৃদ্ধিরাদৈচ্

সন্ধি হওয়া বর্ণের মধ্যে যদি প্রথম বর্ণ 'অ' বা 'আ' হয় আর দ্বিতীয় বর্ণ 'এ' বা 'ঐ' অথবা 'ও' বা 'ঔ' হয় তবে তাদের স্থানে যথাক্রমে 'ঐ' আর 'ঔ' হয়ে যায়।

প্রথম বর্ণ	দ্বিতীয় বর্ণ	পূর্বস্বরের স্থানে পরিবর্তিত বৃদ্ধি সন্ধি	উদাহরণ
অ/ আ	এ/ ঐ	ঐ	সহস্+আ+এব = সহসৈব (1/13)
	ও/ ঔ	ঔ	উত্তম্+অ+ঔজা = উত্তমৌজা (1/13) চ্+অ+ঔষধীঃ=চৌষধীঃ (15/13)

5. অয়াদি সন্ধি – এচোঽয়বায়াবঃ

সন্ধি হওয়া বর্ণের মধ্যে যদি প্রথম বর্ণ 'এ', 'ঐ', 'ও' অথবা 'ঔ' থাকে আর দ্বিতীয় বর্ণ যে কোন স্বরবর্ণ হয় তাহলে প্রথম বর্ণের পরিবর্তে যথাক্রমে 'অয়্', 'আয়্', 'অব্' ও 'আব্' এসে দ্বিতীয় স্বরের সাথে যুক্ত হয়।

একত্রে আসা দুই স্বরের প্রথম বর্ণ	একত্রে আসা দুই স্বরের দ্বিতীয় বর্ণ	পূর্বস্বরের স্থানে পরিবর্তিত অয়াদি সন্ধি	উদাহরণ
এ	যে কোন স্বরবর্ণ	অয়্	রাজর্ষ্+এ+অঃ = রাজর্ষয়ঃ (4/2)
ঐ		আয়্	ন্+ঐ+অকাঃ = নায়কাঃ (1/7)
ও		অব্	মন্+ও+এ = মনবে (4/1)
ঔ		আব্	দব্+ঔ+ইমৌ = দ্বাবিমৌ (15/16)

গীতা পরিবারের সাহিত্যের অন্য কোনো জায়গায় কোনো রকম উপযোগ করার পূর্বে অনুমতি নেওয়া অত্যাবশ্যক।

5. পূর্বরূপ সন্ধি – এঙঃ পদান্তাদতি

সন্ধি হওয়া বর্ণের মধ্যে যদি প্রথম বর্ণ 'এ' বা 'ও' হয় আর দ্বিতীয় বর্ণ 'অ' হয় তাহলে 'অ' লুপ্ত হয়ে যথাক্রমে 'এ' বা 'ও' হয়ে যায়। লোপ হওয়া 'অ' বোঝানোর জন্য 'ঽ' (অবগ্রহ) চিহ্ন যুক্ত হয়।

একত্রে আসা দুই স্বরের প্রথম বর্ণ	একত্রে আসা দুই স্বরের দ্বিতীয় বর্ণ	পূর্বস্বরের স্থানে পরিবর্তিত পুর্বরূপ সন্ধি	উদাহরণ
এ	অ	এঽ	ত্+এ+অভিহিতা = তেঽভিহিতা (2/39)
ও	অ	ওঽ	দৃষ্ট্+ও+অন্তঃ = দৃষ্টোঽন্তঃ (2/16)

সাধারণ শব্দাবলী

- **বর্ণমালা**

  স্বর - অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ, ও,ঔ

  ব্যঞ্জন –
  - কণ্ঠ্য - ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্
  - তালব্য - চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্
  - মূর্ধন্য - ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্
  - দন্ত্য - ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্
  - ওষ্ঠ্য - প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্

- **অন্ত:স্থ** - এই বর্ণগুলির উচ্চারণে জিহ্বা, তালু, দন্ত বা ওষ্ঠের স্পর্শে হয়। এদের উচ্চারণের সময় মুখ দিয়ে বাতাস বের হয় না, ভিতরে থাকে। তাই তাদের **অন্তঃস্থ** অক্ষর বলা হয়। য়, ব, র, ল হল অন্তঃস্থ বর্ণ।
- **উষ্ম** - এদের উচ্চারণে মুখ থেকে শ্বাস নির্গত হয়, তাই তাদের ঊষ্ম অক্ষর বলা হয়। শ, ষ, স, হ এগুলি ঊষ্ম বর্ণ।
- **মৃদু ব্যঞ্জনবর্ণ** – পাঁচটি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম (গ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, ঞ, ড, ঢ, ণ, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম, অন্তঃস্থ বর্ণ (য়, র, ল, ব)) এবং হ বর্ণকে মৃদু ব্যঞ্জন বলে।
- **কঠিন ব্যঞ্জনবর্ণ** – পাঁচটি বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ (ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ) এবং (শ, ষ, স) এগুলোকে কঠোর ব্যঞ্জন বলে।
- **স্বল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি** - যে সকল ব্যঞ্জনধ্বনি বলার সময় মুখ থেকে কম বাতাস বের হয়, তাদেরকে অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন বলে। ক, গ, ঙ, চ, জ, ঞ, ট, ড, ণ, ত, দ, ন, প, ব, ম, য়, র, (অন্তঃস্থ) ব, ল
- **মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি** - যে সকল ব্যঞ্জনধ্বনি বলতে বেশি পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় এবং বলার সময় মুখ থেকে বেশি বাতাস বের হয়, সেগুলিকে মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন বলা হয়। খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ, শ, ষ, স, হ
- **জিহ্বামুলীয়** - – বিসর্গের পরে যদি 'ক বা 'খ' থাকে তাহলে সেই বিসর্গ কে জিহ্বামুলীয় (খ*) বলা হয়, যা খ্ এর মত উচ্চারিত হয়।
- **উপধ্মানীয়** - বিসর্গের পরে যদি 'প' বা 'ফ' থাকে তাহলে সেই বিসর্গ কে উপধ্মানীয় (ফ*) বলা হয়, যা ফ্ এর মত উচ্চারিত হয় ।

|| ইতি ||

গীতা পরিবারের সাহিত্যের অন্য কোনো জায়গায় কোনো রকম উপযোগ করার পূর্বে অনুমতি নেওয়া অত্যাবশ্যক।